কুষ্টিয়ায় এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ফলাফল প্রদান

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. নকীব মুহাম্মদ নসুরুল্লাহ বলেছেন, সন্তানরা ভালো ফলাফল করলে অভিভাবকরা খুবই খুশি হয়। আর তাই ভালো ফলাফল পেতে অবশ্যই বেশি বেশি পড়াশোনার দরকার।

আজ রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সম্মেলন কক্ষে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ৮ম ও নবম শ্রেনীর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ফলাফল ভালো করা মানেই যে প্রথম হতে হবে বিষয়টি তেমন নয়, তবে ভালো ফলাফল করতে হলে অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে। এজন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে এবং পরিশ্রম করতে হবে তবেই কেবল তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমাদের পড়ালেখার মাধ্যমে আজকে যারা যারা ভালো ফলাফল করেছো নিশ্চয়ই তারা বেশি পরিশ্রম করেছো, আর যারা মধ্যম অবস্থায় রয়েছে তারা বেশি পড়াশোনা করো নি, আর যারা পিছিয়ে রয়েছো তারা আগামীতে চেষ্টা করবে আজকের এগিয়ে থাকাদের সাথে টেক্কা দিতে বেশি বেশি পরিশ্রম এবং পড়াশোনা করে নিজেকে এগিয়ে নেবে।

প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ফলাফল ও শৃঙ্খলার মানের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, সুশিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। শিক্ষার মাধ্যমেই তৈরি হয় সৎ, দেশপ্রেমিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক। শিক্ষা ছাড়া মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা, চিন্তার দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতার উপযোগী হয়ে উঠতে হবে বলেও যোগ করেন তিনি।

এডুকেয়ার যেন আর ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাদৃত হতে পারে

সেজন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানিয়ে ইবির ভিসি বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপে গড়ার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্মত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি। নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের আধুনিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে এ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানপর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান মোঃ মোজাম্মেল হক রাসেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. শাহীনুজ্জামান, ইসলামি স্টাডিজ এন্ড দাওয়া বিভাগের প্রফেসর ড. মো: গোলাম মাওলা, চারুকলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ আমিরুল ইসলাম, এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ (একাডেমিক) মিস দিলরুবা পারভিন এবং এডুকেয়ার শিক্ষাপরিবারের নির্বাহী পরিচালক সোহেল রানা মানিক।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান মোঃ মোজাম্মেল হক রাসেল অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ আপনাদের সবসময় পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা ও ভবিষ্যতের পথচলায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমরা আমাদের সকল অতিথি, শিক্ষক, অভিভাবক এবং প্রিয় শিক্ষার্থীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরে ৮ম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ম থেকে ৫ম স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও সকল শিক্ষার্থীদের হাতে সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিএনপি কর্মী হত্যা: কুষ্টিয়ার সাবেক এসপি কারাগারে

কুষ্টিয়ায় বিএনপির কর্মী সুজন মালিথাকে গুলি করে হত্যার মামলার প্রধান আসামি কুষ্টিয়ার সাবেক পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে তাকে কুষ্টিয়া সদর আমলি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদা সুলতানার আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

উপপুলিশ কমিশনার তানভীর আরাফাত সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি খুলনার খালিশপুর উপজেলায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিহাবুর রহমান শিহাব বলেন, সাবেক এসপি তানভীর আরাফাত পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। তাকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা রয়েছে। কীভাবে, কোথা থেকে, কখন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেননি পুলিশের এই কর্মকর্তা।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর নিহত সুজনের রাজনৈতিক বড় ভাই সুজন হোসেন (৪২) বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় মোট ১৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে আরও ১০-১২ জনকে।

নিহত সুজন মালিথা কুষ্টিয়া সদর উপজেলার টাকিমারা গ্রামের ইসমাইল মালিথার ছেলে। মামলার বাদী সুজন হোসেন কুষ্টিয়া শহরের মিললাইন এলাকার লালন শাহ সড়কের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

মামলার বাদী সুজন হোসেন এজাহারে উল্লেখ করেন, ‘আমার দলীয় ছোট ভাই বিএনপির সহযোদ্ধা সুজন মালিথা নিয়মিত বিএনপির বিভিন্ন প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে নেতাকর্মীদের উৎসাহ প্রদান করতো। যার কারণে আসামিদের কাছে সুজন মালিথা শত্রু হিসেবে পরিণত হয়। আসামিরা আমার দলীয় ছোট ভাইকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

তারই জের ধরে আমার দলীয় ছোট ভাই সুজন মালিথা বিএনপির প্রোগ্রাম

শেষ করে রাতে নিজ বাড়িতে প্রবেশ করলে ২০১৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটে আসামিরা সবাই মিলে তার বাসায় প্রবেশ করে এবং তাকে জোরপূর্বক বাসা থেকে তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যায়।

পরবর্তীতে আমিসহ সুজন মালিথার পরিবারের লোকজন তাকে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে এলাকাবাসীর মাধ্যমে জানতে পারি যে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে উল্লিখিত আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে আমার দলীয় ছোট ভাই সুজন মালিথাকে বাসা থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ১টা ৩০ মিনিটে কুষ্টিয়া মডেল থানাধীন মোল্লাতেঘরিয়া পূর্ব ক্যানালের পাড়ে গুলি করে হত্যা করে।

অতঃপর আমিসহ সুজন মালিথার পরিবারের লোকজন আসামিদের কাছে উপস্থিত হয়ে সুজন মালিথাকে হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা কোনো সদুত্তর না দিয়ে আমাদের তাড়িয়ে দেয়।

পরবর্তীতে একাধিকবার উক্ত ঘটনার বিষয়ে মামলা করার চেষ্টা করলে আসামিরা আমাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখায়। ঘটনার বিষয়ে এলাকার অনেকেই অবগত আছেন। এমতাবস্থায় ঘটনার বিষয়ে সুজন মালিথার পরিবারসহ দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে থানায় এজাহার দায়ের করতে বিলম্ব হয়।’

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বলেন, বিএনপি কর্মী সুজন হত্যা মামলায় তানভীর আরাফাতকে গ্রেফতার করে কুষ্টিয়ায় আনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত ২০১৮ সালে এসএম তানভীর আরাফাত কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করেন। ২০২০ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কুষ্টিয়ায় পিএসটিসি মডেল ক্লিনিকের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় পপুলেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)

(SRH)

কুষ্টিয়ায় পদ্মা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়লো কুমির

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীতে পদ্মায় মাছ ধরার সময় শরিফুল ইসলাম নামে এক জেলের জালে ধরা পড়েছে একটি বিশালাকৃতির কুমির।

আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের পদ্মা নদী বালির ঘাট থেকে একটি বিশাল আকৃতির কুমির ধরা পড়ে। ১১ ফুট লম্বা আনুমানিক ২৫০ কেজি ওজনের এই কুমিরটি একনজর দেখতে ভিড় করেন উৎসুক এলাকাবাসী।

জেলে শরিফুল ইসলাম জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও তিনি নদীতে মাছ ধরতে যান। এ সময় একটি কুমির জালে আটকা পড়লে সঙ্গে থাকা আবজাল ও নুর হোসেনের সহযোগিতায় সেটিকে পদ্মার ডাঙায় তোলা হয়। পরে তারা বন বিভাগে এবং মিরপুর থানায় খবর দেন। কুমিরটির দৈর্ঘ্য ছিল আনুমানিক ১১ ফুট এবং ওজন প্রায় ২৫০ কেজির মতো। এলাকার লোকজন সেটি দেখতে ভিড় করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মিরপুর উপজেলা বন কর্মকর্তা জুয়েল আহমেদ জানান, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার মাধ্যমে আমরা মঙ্গলবার বিকেলে খবর পেয়ে গড়াই নদীতে যায়। সেখানে স্থানীয় এক জেলে মাছ ধরতে গিয়ে তার জালে একটি কুমির ধরা পড়ে। খবর পেয়ে স্থানীয় জনতা ভীড় জমায়। পরে কুমিরটি আমরা উদ্ধার করে রশি দিয়ে বেঁধে রাখি। যাতে কুমিরটির কোন ক্ষতি না হয়।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পদ্মা নদীর গভীরে অবমুক্ত করতে কুমিরটিকে নিয়ে সামাজিক বন বিভাগ কুষ্টিয়ার কর্মকর্তারা রওয়ানা হয়েছে।

এর আগে কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন পদ্মা নদীর শাখা গড়াই নদী কয়েক দিন ধরে একাধিক কুমির দেখা যায়। কুমির দেখতে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের জুগিয়া ভাটাপাড়া গোরস্তান এলাকায় গড়াই নদীর পাড়ে ভিড় করে স্থানীয় বাসিন্দারা। নদীতে কম পানিতে কুমিরের দেখা পাওয়ায় জেলেরা মাছ ধরতে পানিতে কম নামে।

এদিকে কুমিরদের খাবার দিতে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (বিবিসিএফ) কুষ্টিয়া শাখার সভাপতি ও পাখিপ্রেমী শাহাব উদ্দিন নদের চরে ছাগল ও হাঁস-মুরগি দেন। শাহাব উদ্দিন মিলন বলেন, এখন শুষ্ক মৌসুমে নদের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। হয়তো কোনোভাবে কুমির এখানে এসেছে। কিন্তু সে কোনো খাবার পাচ্ছে না। এ জন্য হাঁস, মুরগি ও ছাগল আনা হয়। কুমির সংরক্ষণ করতে হবে।

কুষ্টিয়া বন বিভাগের কর্মকর্তা আতিয়ার রহমান জানান, কুমিরটি উদ্ধার করা হয়েছে। বিকেলে বন বিভাগের পিকআপভ্যানে করে কুমিরটিকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া বন বিভাগ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কুমিরটিকে পদ্মা নদীতে অবমুক্ত করা হবে।

কুষ্টিয়ায় কৃষি বিপণন আইন বিধি এবং নীতির সংবেদনশীলতা বিষয়ক কর্মশালা

কুষ্টিয়ায় কৃষি বিপণন আইন, বিধি এবং নীতির সংবেদনশীলতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২১ ডিসেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া শহরের দিশা টাওয়ারের অডিটোরিয়ামে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবং ফিড ফিউচার পলিসি লিঙ্ক এগ্রিকালচারাল পলিসি একটিভিটি এর সহযোগিতায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বাজার ও সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ সুজাত হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ জাহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আবু জাফর মোল্লা ও দেশ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের সত্বাধিকারী এম এ খালেক।

কর্মশালায় কৃষি বিপণন নীতি প্রণয়নের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয় বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষক উন্নয়নে অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকাংশ উদ্যোগে কৃষি উৎপাদনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যার ফলে কিছু উৎপাদনে আমরা আজ ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছি।

টেকসই উৎপাদনের সফলতা নির্ভর করে দক্ষ কার্যকর বিপণন ব্যবস্থার উপর। কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের প্রকৃত মূল্যায়ন করে কৃষিকে একটি নিশ্চিত লাভজনক বাণিজ্যিক কর্মে রুপান্তর করতে পারলেই কেবল কৃষকের প্রকৃত উন্নয়ন হবে এবং একটি দীর্ঘ মেয়াদি স্থিতিশীল অর্থনীতির নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী বিপণন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী হিসেবে কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৃষি পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণ, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, কৃষি পণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান, বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ সহায়তাসহ বিপণন সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরোও অনেক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আইন বিধি ও কার্যাবলী সম বাস্তবায়নে একটা কার্যকর কৃষি বিপণন নীতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বর্তমানে একদিকে কৃষক ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে, এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা অস্বাভাবিক মুনাফা করছে অন্যদিকে সাধারণ ভোক্তা অধিক মূল্যে কৃষি পণ্য ক্রয় করছে এবং বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ তুলছে। ফলে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি সুপরিকল্পিত বিপণন নীতি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। প্রণীত জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ সকলের সহযোগিতায় যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে কৃষক অন্যতম মূল্য সহায়তা পাবে, কৃষি পণ্যের জন্য সর্বোচ্চ যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া যাবে, বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন হবে, কৃষিতে নারীর ক্ষমতায়ন হবে, তরুণ-তরুণীরা কৃষি উদ্যোক্তা হয়ে উঠবে, একটি সুসংজ্ঞায়িত সাপ্লাই চেন উন্নয়ন সম্ভব হবে, কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, কৃষিতে নারী উদ্যোক্তা বাড়বে, গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং কৃষি ব্যবসায় দায়িত্বশীলতা আসবে। সর্বোপরি কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় গতিশীলতা আসবে এবং কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদানের মাধ্যমে একটি টেকসই কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। কর্মশালায় বিভিন্ন শ্রেণীর

ব্যবসায়ী, খাজানগরের চালকল মিল মালিকগণ, কৃষি সেক্টরের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

পলিসি এক্টিভিটি টিমের সিনিয়র ম্যানেজার মো: আশিক বিল্লাহ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রেজেন্টেশন পরিবেশন করেন সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ জাহিদুল ইসলাম।

কুষ্টিয়ায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয় দিবস উদযাপন

কুষ্টিয়ায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হচ্ছে। আজ সোমবার (১৬ডিসেম্বর) প্রথম প্রহরে সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক অঙ্গীকারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ।

কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৩১বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিনটির শুভ সুচনা করা হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, পুলিশ সুপার মিজানুর রহমানসহ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সংগঠনসহ সর্বস্তরের মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মারক অঙ্গীকারে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

প্রথম প্রহরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক মোঃ তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোছাঃ শারমিন আক্তার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আব্দুল ওয়াদুদ, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জাহাঙ্গীর আলমসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরে পর্যায়ক্রমে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার মিজানুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগন শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। এসময় মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যানারে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার অংশ গ্রহণ করেন। ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা

প্রদান করে সালাম জানান।

এছাড়াও সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

সকাল ৮টায় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এদিকে কালেক্টরেট চত্বরে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো: তৌফিকুর রহমান। বিকেল ৪টায় রয়েছে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ।

কুষ্টিয়ায় সাড়ে ৬ কোটি টাকার এলএসডি মাদক উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ঢাকাগামী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অভিযান চালিয়ে সাড়ে ছয় কোটি টাকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে বিজিবি।

গতকাল রোববার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে পোড়াদহ স্টেশনে এই মালিকবিহিন মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

আটক মাদকদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ১২ বোতল এলএসডি ও ০.৫৩০ কেজি হিরোইন, যার বাজার মূল্য ছয় কোটি ৩৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা বলে জানা গেছে।

বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মাহাবুব মুর্শেদ রহমান পিএসসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে ৪টায় পোড়াদহ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ঢাকাগামী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে মাদক ও চোরচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন এই মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

এ ব্যাপারে পোড়াদহ জিআরপি থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাতে দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়ীয়া ইউনিয়নের জয়রামপুর এলাকায় চেক পোষ্ট বসিয়ে অস্ত্র ও গুলিসহ তাদের আটক করা হয়।।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার দুর্বাচরা এলাকার আব্দুল হাকিম ওরফে আকমলের ছেলে মো. আশিকুজ্জামান (৩২), একই এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. আবু জাফর (৩২) ও রবিউল সরদারের ছেলে মো. রাসেল হোসেন (২৫)।

দৌলতপুর থানা পুলিশ সূত্র জানায়, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের জয়রামপুর এলাকায় পুলিশের অস্থায়ী চেক পোষ্টে তল্লাশী অভিযান চলাকালে একটি সিএনজি থামিয়ে তাতে তল্লাশী চালানো হয়। এসময় সিএনজিতে থাকা যাত্রী বেশে মো. আশিকুজ্জামান,নমো. আবু জাফর ও মো. রাসেল হোসেনকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ৬ রাউন্ড গুলি ও ১টি ম্যাগজিনসহ আটক করে পুলিশ।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) মো. নাজমুল হুদা বলেন, প্রতিদিনের ন্যায় পুলিশি চেক পোষ্টে একটি সিএনজিতে ৩জন যাত্রীবেশে অস্ত্র পাচারকালে পুলিশের সন্দেহ হলে তাতে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় তাদের কাছে থেকে অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নসিমন চালক নিহত

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ইজিবাইক ও নসিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে জুয়েল
(৩৫) নামে এক শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নসিমন চালক নিহত হয়েছে।

গত শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে চারটার সময় কুষ্টিয়া- চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের বালুচর মোড় নামক স্থানে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

নিহত করিমন চালক জুয়েল চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাংগা উপজেলার দুর্লভপুর এলাকার বাবলুর ছেলে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়-কুষ্টিয়া থেকে ফিড বিক্রি করে খালি নসিমন নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছিলো নসিমন চালক জুয়েল। এ সময় আলমডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়াগামী যাত্রীবাহী ইজিবাইক বালুচর মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা নসিমনের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে নসিমন চালক জুয়েল গুরুতর আহত হলে তাকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে ভর্তি।করলে চিকিৎসাদীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩জন আটক হয়েছে।

গত শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) রাতে দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়ীয়া ইউনিয়নের জয়রামপুর এলাকায় চেক পোষ্ট বসিয়ে অস্ত্র ও গুলিসহ তাদের আটক করা হয়।।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার দুর্বাচরা এলাকার আব্দুল হাকিম ওরফে আকমলের ছেলে মো. আশিকুজ্জামান (৩২), একই এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. আবু জাফর (৩২) ও রবিউল সরদারের ছেলে মো. রাসেল হোসেন (২৫)।

দৌলতপুর থানা পুলিশ সূত্র জানায়, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের জয়রামপুর এলাকায় পুলিশের অস্থায়ী চেক পোষ্টে তল্লাশী অভিযান চলাকালে একটি সিএনজি থামিয়ে তাতে তল্লাশী চালানো হয়। এসময় সিএনজিতে থাকা যাত্রী বেশে মো. আশিকুজ্জামান,নমো. আবু জাফর ও মো. রাসেল হোসেনকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ৬ রাউন্ড গুলি ও ১টি ম্যাগজিনসহ আটক করে পুলিশ।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) মো. নাজমুল হুদা বলেন, প্রতিদিনের ন্যায় পুলিশি চেক পোষ্টে একটি সিএনজিতে ৩জন যাত্রীবেশে অস্ত্র পাচারকালে পুলিশের সন্দেহ হলে তাতে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় তাদের কাছে থেকে অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।